ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 184-189
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.195

বিখ্যাত কিছু ধাঁধা: একটি বিশ্বব্যাপী অন্বেষণের প্রয়াস

অসিত মন্ডল, *গবেষক, আর. কে. ডি. এফ বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Riddles hold a very ancient place in folklore. Although many consider them to be childish in nature, their significance in folk society is immense. Across the world, various myths, literary works, and legends contain riddles that have earned a place among the most famous riddles globally. These include references from the Bible, the Mahabharata, or mythological characters like the Sphinx, as well as from the comedies of William Shakespeare, stories by Rabindranath Tagore, riddles created by the renowned scientist Einstein, and even modern fiction like Harry Potter. Among these, several notable riddles have been explored in this article.

Keywords: Riddle, Folk literature, Folk culture

ধাঁধা বিষয়টিকে অনেকে মূলতঃ শিশুসুলভ ব্যাপার বলে মনে করলেও প্রাচীনকালে এমন কি এখনও ক্ষেত্রবিশেষে ধাঁধার একটা সামাজিক উপযোগিতা ছিল এবং রয়েছে। ঋগ্বেদে ধাঁধা উল্লেখিত হতে দেখি। যজ্ঞানুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করার রেওয়াজ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ববধের অব্যবহিত পূর্বে হোতৃ এবং ব্রাহ্মণেরা পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম যে পঞ্চপাণ্ডবকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ তথ্য সুপরিচিত। জনশ্রুতি, ইলিয়াড ওডিসি রচয়িতা হোমার ধাঁধার উত্তরদানে অসমর্থ হয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। নিগূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশেও সাধকরা প্রহেলিকার আশ্রয় নিতেন, এর জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের চর্যাপদগুলি। বিবাহাচারের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ধাঁধাকে আজ আর তেমনভাবে না পেলেও এক সময়ে কিন্তু ধাঁধা ছিল বিবাহাচারের অপরিহার্য অঙ্গ। কন্যাপক্ষীয়রা বরপক্ষকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়েও ধাঁধা জিজ্ঞাসার চল ছিল। গাজন অনুষ্ঠানে ভক্তদের মধ্যে ধাঁধা জিজ্ঞাসার চল এখনও বিদ্যমান। সঠিক ধাঁধার উত্তর দানে রাজসিংহাসন প্রাপ্তি ঘটেছে যেমন, তেমনি অন্যদিকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সঠিক উত্তর দিয়ে প্রাণ রক্ষায় সক্ষম হয়েছে। বর নির্বাচনেও ধাঁধার সাহায্য নেওয়ার রীতি ছিল। এসব থেকে বোঝা যায় ধাঁধার জনপ্রিয়তা কত সুদূরপ্রসারী। তবে কিছু ধাঁধার সাথে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসও। তাই পৃথিবীতে এমন কিছু ধাঁধা বিদ্যমান যেগুলো সবকিছু মিলিয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধাঁধা: ধারণা করা হয়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম ধাঁধার প্রচলন হয়। তৎকালীন সময়ে চিন্তাভাবনার দৌড় বাড়ানোর পন্থা হিসেবে মানুষ ধাঁধা সমাধান করতো। বাগদাদ তখন ছিল শিল্পসাহিত্যে বেশ এগিয়ে। ইতিহাসবিদের মতে, বাগদাদেই সর্বপ্রথম ধাঁধার প্রচলন হয়। প্রথম ধাঁধাটি ছিল-

> এমন একটি ঘর রয়েছে যেখানে মানুষ অন্ধ হয়ে ঢোকে, কিন্তু বের হয়ে সবকিছু দেখতে পায়। সেটা কি? (There is a house. One enters it blind and comes out seeing. What is it?) [১]

-এর উত্তর ছিল 'বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রবেশের আগে জ্ঞানহীন অর্থাৎ অন্ধ থাকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়। সেই সময় স্কুলের গুরুত্ব বোঝাতেই এই ধাঁধার আবিষ্কার, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধাঁধা হিসেবেও পরিচিত।

বাইবেলের ধাঁধা: বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের 'জন নায়কদের বিবরণে' স্যামসনের ধাঁধাটি বিশ্ববিখ্যাত। বীর স্যামসন তার নিজের বিবাহ উপলক্ষে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত ৩০ জন যুবককে একটি ধাঁধা বলেন। তারা ধাঁধার উত্তর দিলে স্যামসন প্রত্যেককে একটি দামি পোশাক দেবেন। আর ৭ দিনের মধ্যে যদি না বলতে পারে তারা সবাই প্রত্যেকে একটি করে পোশাক স্যামসনকে দেবে। সেই সময় ইহুদি সমাজে বিবাহ উপলক্ষে এই রকম রীতি প্রচলিত ছিল। স্যামসনের সেই বিশ্ববিখ্যাত ধাঁধাটি ছিল-

> খাদ্য এল খাদক থেকে, মিষ্টি এল সবল থেকে। (Out of the eater, something to eat; out of the strong, something sweet.)[২]

এরপর তিনদিন ঐ ৩০ জন যুবক অনেক চেষ্টা করেও উত্তর খুঁজে পেল না। তাই তারা স্যামসনের স্ত্রীকে ভয় দেখাল। স্যামসনের স্ত্রী স্যামসনের কাছে অনেক কান্নাকাটি করে উত্তরটা জেনে নিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেয়। সপ্তম দিনে ঐ ৩০ জন যুবক এসে স্যামসনকে উত্তর দিয়েছিল-

> মধুর চেয়ে সুমিষ্ট আর কি হয়?
> সিংহের চেয়ে বলবান কোন কিছু নয়।

স্যামসন তাদের উত্তর শুনে আরও একটি ধাঁধা বলেন-

> চাষ যদি না করতিস আমার গাভী দ্বারা
> ধাঁধার উত্তর খুঁজতে তোদের জীবন হত সারা।[৩]

আসলে স্যামসন এই ধাঁধাটিকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তার গঠন ছিল রহস্যময়। তিনি কোনো প্রচলিত ধাঁধা সেখানে বলেননি। এই ধাঁধাটি তিনি নিজের একটা ঘটনা থেকে গঠন করেছিলেন। সেই ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ স্যামসন বিবাহের আগে একটি সিংহকে হত্যা করেছিলেন। আর বিবাহের সময় তিনি সেই সিংহের শবের মধ্যে একঝাঁক মৌমাছির মধুর চাক তৈরি করাকে দেখেন। এর পরের ঘটনাটি হল- তার স্ত্রীর মাধ্যমে অন্যরা প্রকৃত রহস্য জানতে পারে। এখানে বাইবেলের এই ধাঁধাটিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক পাওয়া যায়।

১. ধাঁধাটি বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।
২. নারী এখানে প্রতিপক্ষের কাছে সমাধানটি বলেছে।
৩. ধাঁধাটি প্রতীক-সংকেতময়।
৪. সিংহ বা খাদক= স্যামসন; ইজরায়েলি। খাদ্য= পলেষ্টীয়, মধু= তাদের গোষ্ঠীর কন্যা।
৫. ইজরায়েলি-পলেষ্টীয়দের দ্বন্দ্বের শেষে বিবাহের মাধ্যমে মিষ্টি সম্পর্কের ইঙ্গিত।
৬. স্যামসনের নিজের উত্তরও রূপক-সংকেতময়। 'গাভী' এখানে তার স্ত্রী।
৭. ধাঁধাটির মধ্যে কৃষি-সভ্যতার উল্লেখ আছে। কিন্তু চাষ করা হয় বলদ দিয়ে এখানে 'গাভী' কেন? সবদেশের ধাঁধাতে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেকার সম্পর্ককে রূপকাত্মক করা হয়। সেজন্য বলদের বিকল্প 'গাভী'।
৮. একটি নির্দিষ্ট দিন ধরা হয়েছে উত্তর বলার জন্য।
৯. এখানে প্রতিযোগিতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।
১০. ধাঁধাটিতে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে; বিদেশি ও অপরিচিত স্যামসনই এখানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছে। সাধারণত বিদেশিকেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করা হয়।

স্ফিংক্সের ধাঁধা: প্রাচীন মিথোলজিক্যাল দানবদের মধ্যে একটি হলো 'স্ফিংক্স' (Sphinx)। নারীর মুখ ও সিংহের দেহ নিয়ে তৈরি এই প্রাণীটি ছিল থিবেস শহরের দ্বাররক্ষক। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা সোফোক্লেসের লেখা 'ইডিপাস দ্য কিং' নামক বইয়ে এই স্ফিংক্সের কথা উঠে এসেছিল। এই বিখ্যাত বইয়েই লিপিবদ্ধ করা হয় স্ফিংক্সকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই বিখ্যাত ধাঁধাটি। সেই সময়ে থিবেস শহরে যে প্রবেশ করতে চাইতো, তাকে একটি ধাঁধা দিত স্ফিংক্স। সেই ধাঁধার উত্তরের প্রাপ্তি হিসেবে মিলত শহরে প্রবেশ করার সুযোগ। আর ভুল উত্তর দিলেই

স্ফিংক্সের হাতে প্রাণ হারাতে হত আগন্তুককে। এতসব বাধা ও প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ইডিপাস থিবেস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। দ্বারে পৌঁছানোমাত্র স্ফিংক্স ইডিপাসকে একটি ধাঁধা দেন। ধাঁধাটি ছিল এরকম-

> কোন জিনিসটি জন্মের সময় চার পায়ে, মধ্য বয়সে দুই পায়ে এবং শেষ বয়সে তিন পায়ে হাঁটে? (What goes on four legs in the morning, on two legs at noon, and on three legs in the evening?)[৪]

ইডিপাস সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হন। উত্তরটি ছিল ‘মানুষ’। জন্মের সময় হামাগুড়ি দেওয়াকে চার পা, তারপর মধ্যদশায় দুই পায়ে হাঁটা, আর শেষ বয়সে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাকে তিন পা বুঝিয়েছিলেন স্ফিংক্স।

হ্যারি পটার ও স্ফিংক্সের ধাঁধাঁ: পূর্বোক্ত স্ফিংক্সের কাহিনীটি অবলম্বনে জে. কে. রাওলিং তাঁর ‘হ্যারি পটার’ সিরিজের চতুর্থ বই ‘Harry Potter And The Goblet Of Fire’-এ স্ফিংক্সের ধাঁধাঁর একটি সিকোয়েন্স এনেছেন। ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্টে একটি ম্যাজিক কম্পিটিশনে একের পর এক বাধা পেরোনোর পর হ্যারি পটারের সামনে একটি গোলকধাঁধা পড়ে। সেখানে একটি দ্বাররক্ষক স্ফিংক্স ছিল। স্ফিংক্সকে পেরোতে হলে হ্যারিকে তার দেওয়া ধাঁধার উত্তর দিতে হবে। ধাঁধাটি ছিল এরকম-

> প্রথমে একজন ছদ্মবেশে থাকা মানুষের কথা চিন্তা করো। যে কি না গোপনে কাজ করে। তারপর ভাবো কোন জিনিসটি মাঝের মাঝে এবং শেষের শেষে থাকে। সবশেষে ভাবো- কখনো কোনো কিছুর সমাধান না পেলে আমরা কী শব্দ করে থাকি। এখন সবগুলো জোড়া লাগিয়ে উত্তর বলো। (First think of the person who lives in disguise, Who deals in secrets and tells naught but lies. Next, tell me what's always the last thing to mend, the middle of middle and end of the end? And finally give me the sound often heard during the search for a hard-to-find word. Now string them together, and answer me this.)[৫]

-ধাঁধাটির মূলত তিনটি অংশ। প্রথম অংশ ছিল ছদ্মবেশে থাকা মানুষ, যার মানে হচ্ছে ‘Spy’। দ্বিতীয় অংশের উত্তর ‘D’। ‘Middle’ শব্দের মাঝে এবং ‘End’ শব্দের শেষে যার অবস্থান। আর সবশেষে সাধারণত আমরা কোনো কিছুর উত্তর না পারলে ‘er’ শব্দটি করে থাকি (ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী) । এই তিনটি মিলে হয় ‘Spy-d-er’, মানে মাকড়শা (Spyder)। উপন্যাসে হ্যারি সঠিক উত্তর দিয়ে স্ফিংক্সকে পেরিয়ে যাওয়ার পরই মুখোমুখি হয় বড় একটি মাকড়শার, যার অর্থ স্ফিংক্স মূলত ধাঁধাটির মাধ্যমে হ্যারিকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন।

শেক্সপিয়ারের ধাঁধাঁ: উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা রচনাগুলিতে বেশ কিছু ধাঁধার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ধাঁধাটি তিনি লিখেছেন ‘The Merchant of Venice’ কমেডি নাটকে। সেই উপন্যাসের চরিত্র পোর্শিয়ার জন্য স্বামী নির্বাচনে রাজা অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। সোনা, রুপা ও সীসার তৈরি তিনটি কৌটা সবার সামনে রাখেন তিনি, যার মধ্যে একটিতে ছিল পোর্শিয়ার ছবি। যিনি পোর্শিয়ার ছবি সম্বলিত কৌটাটি তুলবেন তিনিই হবেন পোর্শিয়ার বর। প্রতিটি কৌটার সামনে অবশ্য সমস্যা সমাধানের সূত্র দেওয়া ছিল-

- সোনালী কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে সে অনেক ছেলের বাসনাকে পাবে। (On the gold casket: Who chooseth me shall gain what many men desire.)
- রুপালি কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে সে যতটুকু প্রাপ্য তা পাবে। (On the silver casket: Who chooseth me shall get as much as he deserves.)
- সীসার কৌটার সামনে লেখা ছিল- যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে যাতনা সহ্য করতে হবে। (On the lead casket: Who chooseth me must give and hazard all he hath.)[৬]

প্রথম ব্যক্তি যিনি সোনার কৌটাটি পছন্দ করেন, তিনি সেটি খুলে ভেতরে একটি খুলি দেখতে পান এবং একটি চিরকুট দেখতে পান যেখানে লেখা ছিল- যা কিছু জ্বলজ্বল করে তা সোনা নয়। সাথে সতর্কবার্তা- কেবল সৌন্দর্য দিয়ে জিনিসপত্র মূল্যায়ন করা ভুল। যে ব্যক্তি রূপার কৌটাটি বেছে নেয়, সে কেবল একজন বোকার ছবি খুঁজে পায়। ভিতরের চিরকুটে লেখা আছে- এক বোকার মাথা দিয়ে আমি প্রলুব্ধ করতে এসেছিলাম, কিন্তু আমি দুটি বোকার

মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য, সীসার কৌটাটিতে ছিল পোর্শিয়ার ছবি। কারণ, রাজা বুঝতে পেরেছিলেন, যে লোহার কৌটাটি পছন্দ করবে সে পোর্শিয়ার জন্য যেকোনো কষ্টই সহ্য করতে পারবে।

সেইন্ট আইভেস ধাঁধা: ১৭৩০ সালে শিশুদের ছড়ার বইয়ে এই ধাঁধাটি প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। সেইন্ট আইভেস দ্বীপটি মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে ধাঁধাটি জনপ্রিয়তা পায় মূলত ১৯৯৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'Die Hard with a Vengeance' সিনেমাটির দৌলতে, যেখানে খলনায়ক ব্রুস উইলিস ধাঁধাটি স্যামুয়েল এল. জ্যাকসনকে সমাধান করতে দেন। সময় ছিল ৩০ সেকেন্ড। উত্তর না দিতে পারলে শহরের জনবসতিতে বোমা বিস্ফোরিত হবে। শেষ সেকেন্ডে উত্তরটি দিতে সক্ষম হন স্যামুয়েল। ধাঁধাঁটি ছিল এরকম-

> সেইন্ট আইভেসে যাওয়ার পথে আমার একজন লোকের সাথে দেখা হয়। তার সাথে ছিল তাঁর সাতজন স্ত্রী। সাত স্ত্রীর নিকট ছিল সাতটি ব্যাগ। তাতে ছিল সাতটি বিড়াল। প্রতিটি বিড়ালের একটি করে বাচ্চা রয়েছে। এখন কতজন সেইন্ট আইভেসে যাচ্ছে? (As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives. Each wife had seven sacks. Each sack had seven cats. Each cat had seven kits. Kits, cats, sacks and wives -how many were there going to St. Ives?)[৭]

যদিও ধাঁধাঁটি একটু প্যাঁচানো, তবে উত্তর হচ্ছে একজন। আসলে সেইন্ট আইভেসের পথে শুধু যাচ্ছেন বক্তাই। বাদবাকিরা সেইন্ট আইভেস থেকে ফিরছেন।

বিলবো ও গোলেমের ধাঁধা: জগৎ-বিখ্যাত উপন্যাস 'The Lord of the Rings'-এর পূর্বসূরি ১৯৩৭ সালের 'The Hobbit'-এ রয়েছে একটি জনপ্রিয় ধাঁধা। সেখানে বিলবো-কে শয়তান গোলেম--এর ভূগর্ভস্থ আস্তানা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য পাঁচটি ধাঁধাঁর উত্তর দিতে হয়। প্রথম চারটি পারলেও শেষ ধাঁধাটিতে আটকা পড়ে যান বিলবো। শেষ ধাঁধাঁটি ছিল এরকম-

> এই জিনিসটি সবকিছুকে গিলে ফেলে- পাখি, পশু, ফুল; লোহা কিংবা ইস্পাত -সব কিছু গলে যায় এর সামনে। রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কিংবা শহর ধ্বংস করে। এবং পর্বতকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। (This thing all things devours. Birds, beasts, trees, flowers; Gnaws iron, bites steel; Grinds hard stones to meal; Slays king, ruins town, and beats mountain down.)[৮]

-এই ধাঁধাঁটির উত্তর না দিতে পারলেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বিলবো। উত্তর না পারায় গোলেমের কাছে আরেকটু বেশি সময় চান তিনি। কিন্তু 'Time' শব্দটি বললেই গোলেম ধরে নেয় উত্তর বলছেন বিলবো। কারণ ধাঁধাঁটির উত্তর ছিল 'Time' বা 'সময়'।

আইনস্টাইনের পাঁচ বাড়ির ধাঁধা: বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বানানো এই ধাঁধাটি জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে শুধু আইনস্টাইনের জন্যই নয়, বরং ধাঁধাটির জটিলতার জন্যও। খুব কম মানুষই দ্রুত এই ধাঁধাঁটির উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত ১৫টি সূত্র দিয়ে একটি ধাঁধা তৈরি করেন তিনি। ধাঁধাটি হল-

পাঁচটি ভিন্ন রঙের বাড়ির মালিক পাঁচ ভিন্ন দেশের নাগরিক। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরনের পানীয় পান করে, ভিন্ন ধরনের পোষাপ্রাণী পালন করে ও ভিন্ন ধরনের সিগারেট খায়। আর এর পাশাপাশি ১৫টি সূত্র হচ্ছে-

১. ব্রিটিশ বাস করে লাল রঙের বাড়িতে।
২. সুইডিশের কাছে রয়েছে কুকুর।
৩. ড্যানিশ চা পান করে।
৪. সবুজ রঙের বাড়িটি সাদা বাড়ির বাম পাশে অবস্থিত।
৫. সবুজ রঙের বাড়ির ব্যক্তি কফি পান করে।
৬. যে ব্যক্তি 'পল মল' সিগারেট খায় তার রয়েছে পোষা পাখি।
৭. হলুদ রঙের বাড়ির মালিক 'ডানহিল' সিগারেট খায়।
৮. মাঝের বাড়ির ব্যক্তি দুধ পান করে।
৯. নরওয়েজিয়ান বাস করে প্রথম বাড়িতে।

১০. যে ব্যক্তি ব্লেন্ড সিগারেট খায় সে বিড়াল পোষা বাড়ির পাশে থাকে।

১১. যে ব্যক্তির পোষা ঘোড়া রয়েছে সে ডানহিল সিগারেট খাওয়া ব্যক্তির পাশে থাকে।

১২. যে ব্যক্তি ব্লুমাস্টার সিগারেট খায় সে বিয়ারও পান করে।

১৩. জার্মান ব্যক্তি প্রিন্স সিগারেট খায়।

১৪. নরওয়েজিয়ান ব্যক্তি নীল বাড়ির পাশে থাকে।

১৫. যে ব্যক্তি ব্লেন্ড সিগারেট খায় তার পাশের বাড়ির ব্যক্তি জল পান করে।

প্রশ্ন হল- পোষা প্রাণী হিসেবে মাছ পালন করে কোন ব্যক্তি?[৯]
উত্তর হল- জার্মান ব্যক্তি। একটি চার্টের মধ্যে বিষয়গুলিকে সূত্রানুসারে সাজালে উত্তরটি বেরিয়ে আসে-

ঘর	১	২	৩	৪	৫
রং	হলুদ	নীল	লাল	সবুজ	সাদা
জাতীয়তা	নরওয়েজিয়ান	ডেনমার্ক	ব্রিটেন	জার্মান	সুইডেন
পানীয়	পানি	চা	দুধ	কফি	বিয়ার
সিগারেট	ডানহিল	ব্লেন্ড	পলমল	প্রিন্স	ব্লুমাস্টার
পোষা প্রাণী	বিড়াল	ঘোড়া	পাখি	মাছ	কুকুর

মহাভারতের ধাঁধা: মহাকবি ব্যাসদেবের মহাভারতে আছে পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে একদা তৃষ্ণার্ত হলে ভীম জলের অন্বেষণে একটি সরোবরের তীরে গিয়ে উপনীত হন। তিনি যখন সরোবরের থেকে জল সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত, সেইসময় অতর্কিতে যক্ষরূপী বক এসে ভীমকে আগে তার চারটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর জল সংগ্রহের আদেশ দেন। তিনি এই বলে তাঁকে সাবধান করেন যে, ভীম তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলে মৃত্যু অনিবার্য। ভীম তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে তো পারলেন না, উপরন্তু নির্দেশ না মেনে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে অকালে তার মৃত্যু হল। এরপরে অর্জুন, নকুল, সহদেব- সকলেরই একই পরিণতি ঘটল। অতঃপর যুধিষ্ঠির যক্ষরূপী বকের চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে চারভাইকে পুনর্জীবিত করেন। বলাবাহুল্য, যক্ষরূপী বকের পাণ্ডবদের কথিত এই চারটি প্রশ্ন প্রকৃতিগতভাবে ছিল চারটি ধাঁধা। চারটি ধাঁধা ও যুধিষ্ঠিরের কথিত উত্তরগুলি ছিল এমন-

প্রশ্ন: কি বা বার্তা?

উত্তর: এই মহামোহরূপ কটাহে কাল প্রাণীসমূহকে পাক করছে, সূর্য তার অগ্নি, রাত্রি দিন তার ইন্ধন, মাস ঋতু তার আলোড়নে হোতা এই বার্তা।

প্রশ্ন: কি আশ্চর্য?

উত্তর: প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে?

প্রশ্ন: পথ বলি কারে?

উত্তর: বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যার মত ভিন্ন নয়, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন (বিখ্যাত সাধুজন) যে পথে গেছেন, তাই পন্থা।

প্রশ্ন: কোন জন বল দেখি সুখী,

উত্তর: যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টমভাগে শাক রন্ধন করে, সেই সুখী।[১০]

গুপ্তধনের ধাঁধা: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিশ্বখ্যাত ছোটগল্প- ‘গুপ্তধন’। গল্পে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তধনের অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করলে ঘটনাক্রমে এক এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎলাভ হয়। সন্ন্যাসী তাঁর ঝুলি থেকে কাপড়ে মোড়া দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো একটি তুলট কাগজের লিখন বার করেন। তাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা। আর সবশেষে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তার আরম্ভটা এইরূপ-

“পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা॥

শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা॥
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশান কোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী॥"[১১]

-এটি একটি উৎকৃষ্ট ধাঁধা, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে গুপ্তধনের ঠিকানা। ঠিকানাটি কি, সেই রহস্যভেদ করেছে মৃত্যুঞ্জয়। গল্প অবলম্বনে সেই অংশটি উদ্ধৃত করা হল-

> "অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল - 'শেষে দিল রা' অতএব হইল 'ধারা' - 'পাগোল ছাড়ো পা'— 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল-- অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল' -- এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে। স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।"[১২]

উপসংহার:

গণমাধ্যমের কল্যাণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ যখন আমাদের শোয়ারঘরের অলিন্দে প্রবেশ করেছে, উগ্র নাগরিকত্বের দাবি যখন প্রবল, তখনই একাকী বিরলে নিভৃতে বাজে পুরাতন জীবনের হারিয়ে যাবার ক্রন্দনরোল। এই সূত্রে পুরাতন ধাঁধা আজ বিবর্তিত হয়ে নতুনে পরিণত। এই পুরাতন সংস্কৃতির বিবর্তনের ছাপ পড়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই। বস্তুত ইংরেজিতে একটা কথা আছে- 'The old gods never die' -পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁরা মরেন না। দেশে বা জাতির প্রাচীন ধর্মও একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না, নতুন ধর্ম এসে হাজির হলেও তাতে পুরাতনের অনেক আচারই আত্মগোপন করে থাকে। এভাবেই প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করেই পরিবর্তিত আকারে ধাঁধা কিছুটা বা লীনভাবে এখনও পর্যন্ত দেশে-বিদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লোকসংস্কৃতির অনেক প্রাচীন শাখা আজও এভাবেই বেঁচে রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বা নাম পাল্টে আধুনিক হয়ে উঠেছে। ধাঁধার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তথ্যসূত্র:

১. Jones, Meghan. (2025). 12 of the Most Famous Riddles in History, rd.com/list/history-famous-riddles/
২. মিদ্দে, সুরঞ্জন। (২০১৮) । বাংলা ভাষায় বাইবেলের ধাঁধা, ধাঁধা: স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ২৭০।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১।
৪. Johnston, Ian. (2007). Sophocles: Oedipus The King, Richer Resources Publications, p. 3.
৫. Rowling, J.K. (2000). Harry Potter And the Goblet of Fire, Scholastic Press, pp. 635-636.
৬. Shakespeare, William. (1911). The Merchant of Venice, American Book Company, p. 74.
৭. https://en.wikipedia.org/wiki/As_I_was_going_to_St_Ives
৯. হাসান, রাজীব। (২০২২) । আইনস্টাইনের ধাঁধা, কিশোর আলো।
১০. চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস। (২০১৮) । বাংলা ধাঁধার একাল-সেকালে, ধাঁধা: স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, পৃ. ২৬০।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৬৯) । গুপ্তধন, গল্পগুচ্ছ খন্ড-৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৫৪৭।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।